ঘোড়ার খুরে পদানত করলো যারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন

ইমরান রাইহান

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব

© প্রকাশক

অনলাইন পরিবেশক

সঞ্চালন প্রকাশনী, চেতনা প্রকাশন, ওয়াফি-লাইফ ও
অন্যান্য ইসলামী অনলাইন বুক শপ।

পরিবেশক

চেতনা প্রকাশন

দোকান: ২০, ১ম তলা। ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য: ৩০০ টাকা (তিনশত টাকা মাত্র)

সঞ্চালন
প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের উপর।

ঘোড়ার খুরে পদানত করলো যারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন। বইটির নাম বেশ বড়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বইয়ে যে মহান যোদ্ধাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর উল্লেখ এসেছে, তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে নামটি যে বেশ ভালো হয়েছে সেই বিষয়ে অন্তত আমাদের সন্দেহ নেই। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এমন সব মানুষ, যাঁরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ও প্রচণ্ড রকমের বীরপুরুষ। আমাদের পূর্বসূরী হিসেবে এরকম মানুষদের পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অত্যন্ত গর্ববোধ করবার কথা। কিন্তু আমরা ক'জনই বা তাঁদেরকে চিনি বা চেনার চেষ্টায় আছি?

ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ও লেখক হিসেবে ইমরান রাইহান ইতিমধ্যেই নিজের একটা জায়গা করে নিয়েছেন পাঠক মহলের কাছে। নিজেদের বীরদের ইতিহাসের সাথে তাই আমাদের পরিচয় ঘটাতে তাঁর মধ্যে আমরা বরাবরই একটি উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করেছি। পাঠকও এই বইটি হাতে নিলেই এই বাস্তবতাটি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সহজিয়া ভাষায় ইতিহাসের অনর্গল বিবরণে তাঁর লেখনী যেমন আমাদের জ্ঞানের শূন্য ভাঁড়ারকে ভরে তোলে, আবার লেখার সহজ ভঙ্গিতে বিরক্তিও আসে না। লেখকের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা!

এভাবেই যেন তাঁর লেখনী দিয়ে আমাদের ইতিহাস অচেতনতাকে সচেতনতায় বদলে দিতে পারেন তিনি, সেই দু'আই আমরা করি।

সচেতনতার খাতিরে আমরা পাঠককে এখানে জানিয়ে দিতে চাই যে, ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে ইমরান এই বইয়ের লেখাগুলো লিখেছিলেন। এখানের অনেক লেখাই হয়তো আগেও পড়ে থাকবেন অনেকেই। অনেকগুলো হয়তো পড়া হয়নি আগে। তবে পড়া হয়েছে আর পড়া হয়নি-র এই মিশেলে দাঁড়িয়ে যাওয়া বইটি আপনাদের ভালো লাগবে সেই আশা তো থাকছেই। সেইসাথে অনুরোধ থাকবে শুরুর দিকের লেখনী হিসেবে এর কমতি-খামতি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাস পড়ুন আর কল্পনার চোখ দিয়ে দেখুন আপন ইতিহাসের অবিস্মরণীয় সব বিজয় অভিযানে ভরপুর দৃশ্যগুলো। এই রোমাঞ্চকর যাত্রায় ইমরান রাইহানের সহযোগী হতে পেরে সঞ্চালন প্রকাশনী বাস্তবিক অর্থেই অত্যন্ত আনন্দিত।

আল্লাহ কবুল করে নিন। আমীন।

সূচিপত্র

খাইরুদ্দিন বারবারোসা	১০
ইউসুফ বিন তাশফিন	২০
সাইফুদ্দিন কুতুজ	৩০
ইমাদুদ্দিন জিংকি	৪০
নুরুদ্দিন জিংকি	৫৪
সালাহুদ্দিন আইয়ুবি	৬০
শিহাবুদ্দিন ঘুরি	৭৪
তারিক বিন জিয়াদ	৭৯
মুহাম্মাদ আল ফাতিহ	৯১

আসাদ ইবনুল ফুরাত ১০১

কুতাইবা বিন মুসলিম ১০৭

উমর মুখতার ১১৪

মুহাম্মাদ বিন কাসিম ১২৭

হাজিব আল মানসুর ১৩৪

সুলাইমান আল কানুনি ১৩৮

রুকনুদ্দিন বাইবার্স ১৪৫

খাইরুদ্দিন বারবারোসা

যদি মুসলিম তরুণদের জিজ্ঞেস করা হয় খাইরুদ্দিন বারবারোসার কথা, তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশই তাঁকে চেনে না। যারা চেনে তারাও হয়তো এটুকুই জানে, তিনি ছিলেন লাল দাড়িওয়ালা একজন জলদস্যু। ভূমধ্যসাগরে লুটতরাজ করে বেড়াতেন।

আফসোস, ইসলামের এই মহান মুজাহিদ সম্পর্কে এমন চিত্রই অঙ্কন করা হয়েছে হলিউড মুভি এবং পশ্চিমা লেখকদের গল্প-উপন্যাসে। অথচ, খাইরুদ্দিন বারবারোসা কোনো জলদস্যু ছিলেন না। তিনি ছিলেন উসমানি সালতানাতের নৌবাহিনী প্রধান। উম্মাহর প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আমরা কি কখনো ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখার সুযোগ পেয়েছি? বা ইচ্ছে করেছি?

খাইরুদ্দিন বারবারোসা হয়তো মধ্যযুগের আর দু'চারজন সেনাপতির মতই ইতিহাসের কোনো এক কোণে ঠাঁই পেতেন, কিন্তু তাঁর অসামান্য অবদানের ফলে তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। উম্মাহ তাঁকে স্মরণ করতে বাধ্য তাঁর অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ডের জন্য। **খাইরুদ্দিন বারবারোসাকে উম্মাহ স্মরণ করবে কারণ -**

১। তিনি অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মহান খেদমতে।

২। তিনি আন্দালুস থেকে ৭০ হাজার মুসলমানকে মুক্ত করে আলজেরিয়া নিয়ে আসেন।

৩। স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে ভূমধ্যসাগরকে তিনি নিরাপদ করে তোলেন।

৪। প্রিভেজার যুদ্ধে তিনি ক্রুসেডারদের নির্মমভাবে পরাজিত করেন।

৫। তিনি মুসলমানদের মনোবল উঁচু করেন। ইউরোপিয়ানরা তখন মুসলিম বাহিনীর ভয়ে কাঁপতো।

খাইরুদ্দিন বারবারোসার জন্ম ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে, গ্রীসের লেসবস দ্বীপে। তিনি ছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। পিতা ইয়াকুব বিন ইউসুফ ছিলেন উসমানি বাহিনীর একজন সাধারণ যোদ্ধা। মা ছিলেন আন্দালুসি বংশোদ্ভুত। সাদামাটা ছিমছাম পরিবার। রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে এই পরিবারের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। খাইরুদ্দিনের অন্য ভাইয়েরা হলেন আরুজ, ইসহাক ও মুহাম্মদ ইলিয়াস। খাইরুদ্দিনের মূল নাম খাসরুফ।

দ্বীপে বসবাস করার কারণে খাইরুদ্দিনের ভাইয়েরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বড় ভাই আরুজের বেশ কয়েকটি নৌকা ছিল। প্রথমদিকে তিন ভাই নাবিক হিসেবে কাজ করলেও পরে তারা ভূমধ্যসাগরে সেন্ট জনের জলদস্যুদের মোকাবিলা করতে থাকেন। আরুজ ও ইলিয়াস লেভান্তে (আধুনিক সিরিয়া ও লেবানন) এবং খিজির এজিয়ান সাগরে তৎপরতা চালাতেন। খাইরুদ্দিনের মূল ঘাঁটি ছিল থেসালোনিকি। ছোট ভাই ইসহাক গ্রীসেই অবস্থান করতেন। তার কাজ ছিল পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করা।

আরুজ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ নাবিক। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। লেবাননের ত্রিপোলিতে এক অভিযান শেষে ফেরার পথে সেন্ট জনের জলদস্যুরা তার উপর হামলা করে। আরুজ বন্দী হন। সংঘর্ষে ইলিয়াস নিহত হন। আরুজ তিন বছর বোদ রুম দুর্গে বন্দী থাকেন। সংবাদ পেয়ে খাইরুদ্দিন বোদ রুম যান এবং আরুজকে পালাতে সাহায্য করেন।

মুক্তি পেয়ে আরুজ তুরস্কের আনাতোলিয়ায় যান। সেখানে উসমানি গভর্নর শাহজাদা কোরকুতের সাথে দেখা করেন। শাহজাদা কোরকুত তার কর্মকাণ্ডের কথা জেনে তাকে ১৮টি গ্যালে দেন এবং জলদস্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সে সময় এই জলদস্যুরা উসমানিয়দের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর উপর হামলা করে বেশ ক্ষতি করছিল। পরের বছর আরুজকে ২৪টি জাহাজ দিয়ে ইটালির আপুলিয়াতে এক অভিযানে পাঠানো হয়। এই অভিযানে আরুজ বেশ কয়েকটি দুর্গে গোলা বর্ষণ করেন। জলদস্যুদের দুটি জাহাজ দখল করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আরুজ আরো তিনটি জাহাজ আটক করেন। এসময় তিনি তিউনিসিয়ার জারবা দ্বীপকে নিজের ঘাঁটি বানান। আরুজ একের পর এক অভিযান চালাতে থাকেন। একবার তিনি পোপের দুটি জাহাজ আটক করেন। তবে আরুজ বিখ্যাত হয়ে উঠেন আন্দালুস তথা স্পেনে অভিযান প্রেরণ করে।

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসের ইসলামি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আন্দালুসের মুসলমানদের অনেকে এসময় সাগর পাড়ি দিয়ে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় চলে আসেন। যারা পালাতে পারেননি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। এই ধর্মান্তরিতদেরকেই পরে মরিসকো বলে অভিহিত করা হয়। তবে মুসলমানদের অনেকেই বাহ্যিকভাবে ধর্ম পরিবর্তন করে গোপনে নিজের আকিদা বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন। তারা গোপনে ইবাদতও করতেন। কিন্তু এই সুযোগ বেশিদিন মিললো না। তাদেরকে মুখোমুখি হতে হলো ইনকুইজিশনের। ইনকুইজিশন হলো ক্যাথলিক চার্চের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা যাদের কাজ ছিল বিরোধী মত দমন করা। ইতিপূর্বে ইনকুইজিশনের মাধ্যমে ইউরোপে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। আন্দালুসের পতনের পর এখানেও চালু করা হয় ইনকুইজিশন। ইনকুইজিশনের গোয়েন্দারা শহরের অলিগলিতে ঘুরতে থাকে। কারো ঘরে কুরআনুল কারিম পাওয়া গেলে কিংবা কাউকে ইবাদত করতে দেখলেই তাকে গ্রেফতার করা হত। এমনকি কেউ যদি শূকরের মাংস খেতে অস্বীকার করতো, কিংবা শুক্রবার গোসল করতো তাহলেও তাকে গ্রেফতার করা হত। ইনকুইজিশনের আদালত ছিল ভয়ঙ্কর। সেখানে কারো নামে অভিযোগ উঠলে তার আর রেহাই ছিল না। কোনো না কোনো শাস্তি তাকে পেতেই হত। ইনকুইজিশনের কাছে নির্যাতন করার জন্য অনেক ভয়ঙ্কর যন্ত্রপাতি ছিল। এসবের সাহায্যে নির্যাতন করা হতো কিংবা জীবন্ত কবর দেয়া হতো।

ইনকুইজিশন শুরু হলে আন্দালুস হয়ে উঠে মুসলমানদের জন্য নরকতুল্য। এমন নরক, যেখান থেকে পালানোর উপায় নেই।

আরুজ আন্দালুসের পরিস্থিতি জানতেন। তার ইচ্ছা ছিল নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা। তার ভাই খাইরুদ্দিনের মনোভাবও ছিল এমন। এই দু' ভাই ১৫০৪ থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আন্দালুসে বেশ কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। স্পেনের বন্দী মুসলমানদের উদ্ধার করে উত্তর আফ্রিকায় নিয়ে আসেন। এসময় মুসলমানরা তাকে বাবা আরুজ নামে অভিহিত করতে থাকে।

১৫১১ খ্রিস্টাব্দে দু' ভাই সিসিলির কেপ প্যাসারোতে হামলা চালান। এসময় তারা স্প্যানিশদের একটি হামলা রুখে দেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে একটি লড়াইয়ে আরুজ তার বাম হাত হারান। তিনি কর্তিত হাতের স্থানে একটি রৌপ্য নির্মিত নকল হাত ব্যবহার করতেন। ফলে তার ডাক নাম হয়ে যায় 'গুমুস কোল' বা রুপার হাত।

১৫১৪ সালে আরুজ ও খাইরুদ্দিন আলজেরিয়ার জিজেল শহরে অবস্থিত স্প্যানিশদের নৌঘাঁটিতে হামলা চালান। এই যুদ্ধে স্প্যানিশরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। শহরের নিয়ন্ত্রণ আরুজের হাতে চলে আসে। শহরটি সমুদ্রের কূলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এর সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আরুজ এই শহরকেই নিজেদের হেড কোয়ার্টার বানান। ইতিমধ্যে রোডস দ্বীপে একটি অভিযান চালানোর সময় আরুজ সেন্ট জনের বাহিনীর হাতে বন্দী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে ইটালি চলে যান। সেখানে ক্রুসেডারদের একটি জাহাজ দখল করে মিসরের পথ ধরেন।

১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে আরুজ ও খাইরুদ্দিন তিলিসমান শহরে অবস্থিত স্প্যানিশ বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা করেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের এক ফাঁকে আরুজকে স্প্যানিশরা ঘিরে ফেলে। তরবারির আঘাতে তাকে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়। আরুজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে তিনি শহীদ হয়ে যান। স্প্যানিশরা আরুজের মাথা কেটে ইউরোপে নিয়ে যায়। তাঁর কাটা মাথা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরানো হয়। আরুজের কাটা মাথা যেদিক দিয়ে যেতো সেখানকার গির্জায় ঘণ্টা বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হত।

আরুজের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ানরা খুশি ছিল। তারা ভাবছিল আরুজের মৃত্যুর ফলে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। অথচ মুসলমানরা ব্যক্তি নির্ভর কোনো জাতি নয়। তাদের কাছে পতাকা উত্তোলন করাটাই মূল কাজ, কে করলো তা বড় নয়।

আরুজের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছিল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না, তাদের এই স্বস্তি বাতাসে মিলিয়ে যাবে। শীঘ্রই তাদের মুখোমুখি হতে হবে এমন এক সেনাপতির, যিনি আরুজের চেয়েও দুর্ধর্ষ ও বিচক্ষণ। সামনের দিনগুলিতে যিনি একাই ইউরোপিয়ান বাহিনীর ঘুম কেড়ে নেবেন।

সেই সেনাপতির নাম খাইরুদ্দিন বারবারোসা।

আরুজের মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব খাইরুদ্দিনের হাতে আসে। তাঁর হাতে রয়েছে ছোট একটি নৌবাহিনী। এছাড়া আলজেরিয়ার বিশাল এলাকা তাঁর দখলে। তিনি চাইলে স্বাধীন শাসক হিসেবে আলজেরিয়ায় নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। আরাম আয়েশে দিন কাটাতেন। স্প্যানিশদের সাথে খাতির করে নিজের রাজত্ব দৃঢ় করতে পারতেন, যেমনটা করছিল তখনকার তিউনিসিয়ার হাফসি সুলতানরা। খাইরুদ্দিন সে পথে গেলেন না। তিনি তো আরাম আয়েশের জীবন চান না। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। প্রায়ই তিনি সঙ্গীদের বলতেন, মৃত্যুই যখন শেষ গন্তব্য তখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বেছে নেয়াই শ্রেয়। খাইরুদ্দিন ভাবছিলেন আন্দালুসের মুসলমানদের কথা। ইতিপূর্বে তিনি ও তার ভাই বেশকিছু মুসলমানকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখনো অনেকে বন্দী ইনকুইজিশনের কারাগারে। খাইরুদ্দিন তাদেরকেও মুক্ত করতে চান। এদিকে ভূমধ্যসাগরে ঘুরছে ইউরোপিয়ানদের নৌবহর। খাইরুদ্দিন চান তাদের দম্ভ চূর্ণ করতে। কিন্তু খাইরুদ্দিনের ছোট বাহিনী নিয়ে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তার পাশে চাই শক্তিশালী কোনো মিত্রকে।

খাইরুদ্দিন ভাবছিলেন কে হতে পারে সেই মিত্র। অনেক ভেবে খাইরুদ্দিন ঠিক করলেন, উসমানিয়রাই হতে পারে কাঙ্ক্ষিত সেই মিত্র।

৩ নভেম্বর ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিনের আদেশে আলজেরিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা সুলতান প্রথম সেলিমের কাছে একটি পত্র লেখে। পত্রে তারা আরুজ ও খাইরুদ্দিনের অবদানের কথা উল্লেখ করে। ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়। তারপর সুলতানের কাছে আবেদন জানানো হয় সুলতান যেন আলজেরিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুলতান প্রথম সেলিম তখন সবেমাত্র মিসর ও সিরিয়া সফর শেষে ফিরেছেন। এই পত্র পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তিনি আলজেরিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করেন। সেদিন থেকে সুলতান সেলিমের নামে আলজেরিয়াতে খুতবা পড়া শুরু হয়। সুলতান আলজেরিয়াতে দু' হাজার সৈন্য ও একটি তোপখানা প্রেরণ করেন। খাইরুদ্দিনকে সম্মানসূচক বেলারবি পদ দান করা হয়। খাইরুদ্দিন তার ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ভাইয়ের অসমাপ্ত মিশন সমাপ্ত করার দায়িত্ব পান।

খাইরুদ্দিন তো এটাই চাচ্ছিলেন। ক্ষমতা তাঁর চাওয়া ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন সামান্য একটু সাহায্য, যা নিয়ে তিনি ছুটে যাবেন নির্যাতিত মুসলমানদের কাছে।

সুলতান প্রথম সেলিমের পর ক্ষমতায় বসেন সুলতান সুলাইমান আল কানুনি। তিনিও পিতার মতো খাইরুদ্দিনকে সাহায্য করতে থাকেন।

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিন আলজেরিয়ার একটি দ্বীপে অবস্থিত স্প্যানিশ দুর্গে হামলা করেন। গোলাবর্ষণ চালিয়ে যান একটানা ২০ দিন। পরে কেল্লার পতন হয়। স্প্যানিশরা পালিয়ে যায়, অনেকে বন্দী হয়। সে বছরই খাইরুদ্দিন ৩৬টি জাহাজ নিয়ে স্পেনের উপকূলের বিভিন্ন শহরে যান এবং অনেক মুসলমানকে মুক্ত করে আলজেরিয়া নিয়ে আসেন। স্পেন তখন রোমানিয়ার শাসক চার্লস পঞ্চমের অধীনে। এভাবে খাইরুদ্দিন বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন।

৭ দফায় ৭০ হাজার বন্দী মুসলমানকে স্পেন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন এই মহান বিজেতা। খাইরুদ্দিনের মূল নাম ছিল খাসরুফ। আন্দালুসিয়ার বাসিন্দারা তাঁকে উপাধি দেয় খাইরুদ্দিন। পরে এই নামই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এই নামের সাথেই মিশে আছে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য তার অসামান্য কুরবানির ইতিহাস। ইউরোপিয়রা তাঁকে নাম দেয় বারবারোসা। ইটালিয় ভাষায় এই শব্দের অর্থ লাল দাড়িওয়ালা।

খাইরুদ্দিন নিয়মিত ভূমধ্যসাগরে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। একের পর এক ইউরোপিয়ান নৌবহরকে তিনি পরাজিত করতে থাকেন। হয়ে ওঠেন অপ্রতিরোধ্য, দুর্জয়।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুলাইমান কানুনি খাইরুদ্দিনকে ইস্তাম্বুলে আমন্ত্রণ করেন। খাইরুদ্দিন ৪৪টি জাহাজ নিয়ে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হন। পথে যেসব দ্বীপে তিনি যাত্রাবিরতি করছিলেন সবখানেই উৎসুক জনতা তাঁকে এক নজর দেখতে ছুটে আসে। খাইরুদ্দিন ইস্তাম্বুল পৌঁছলে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেয়া